দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

অবৈধ নোট বই

খবরটি নোট বই ভিত্তিক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নোটবই আদৌ প্রয়োজন কিনা সে সিদ্ধান্ত নিয়ে। প্রতিদিন সংবাদ পত্রে নোট বইর বিক্রির খবর প্রকাশিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বাজারের নোট বই নিম্ন মানের। এ নোট বই ভুলে ভরা। এ নোট বই ছদ্ম নামে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী কর্তৃক লিখিত। এ নোট বইর ছাপা খারাপ। কাগজ খারাপ। অথচ বিক্রি হচ্ছে বর্ধিত মূল্যে। এ নোট বইয়ের দাম বাড়ছে আর বাড়ছে।

অথচ প্রকৃত খবর এ নোট বই নিয়ে নয়। সকলেরই জানা যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই প্রকাশ নিষিদ্ধ। নোট বই ছাড়া শিক্ষকের পড়াতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করতে হবে। পরীক্ষায় বসতে হবে। এটাও শিক্ষা সম্পর্কিত নীতির অঙ্গ। এই নীতি প্রণেতাদের বিশ্বাস প্রাথমিক স্তরের নোট বই ছাত্র-ছাত্রীদের পঙ্গু করে দেয়। পরনির্ভর করে। মূল বই পাঠে অনীহার সৃষ্টি করে।

পটভূমিতে দীর্ঘ দিন ধরেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কোন কালেই অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীরা এ নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করেনি। নোট বই প্রকাশ হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার প্রথম দিন থেকেই। বাজারে বিক্রিও হচ্ছে দেদার। এবং নিষিদ্ধ পণ্য বলেই প্রথম দিকে এই বইয়ের মুদ্রণ, কাগজ বা মান সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তুলেনি। এই অবৈধ ব্যবসা স্থায়ী রূপ পাবার পরেই নোট বইয়ের মান ও দাম সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, বাজারে নোট বইর কাটতি দেখে মনে করার কারণ ঘটেছে যে, যে কোনভাবেই হোক এই নোট বই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেবার ও শিক্ষা নেবার অঙ্গে পরিণত হয়েছে। ফলে কোন মহলই এই নিষিদ্ধ কাজটির সমালোচনা করছেন না। সমালোচনা হচ্ছে বইয়ের দর দাম ও মান নিয়ে। তাহলে কি প্রকৃত পক্ষে শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের নোট বইর প্রয়োজন আছে বলেই ধরে নিতে হবে।

মূল প্রশ্ন এবং সমস্যাটি এখানেই। এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে অতীতে। কিন্তু স্থির কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়নি। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোন নোট বই প্রকাশ করা যাবে না এ সিদ্ধান্ত বহাল আছে। অথচ সারা দেশে প্রকাশ্যে নোট বই বিক্রি হচ্ছে। গ্রাম বাংলার প্রায় সর্বত্রই বোর্ডের মূল বই কেনার সঙ্গে নোট বই কেনার শর্ত জুড়ে দেয়া হচ্ছে।

তাই এ ব্যাপারে একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন। পূর্বের আদেশ বহাল থাকলে কঠোরভাবে তা কার্যকরী করতে হবে। অন্যথায় নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে মানসম্পন্ন গ্রহণযোগ্য নোট বই প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।